Biswas Bangsher Itihas (Biswas Family History)

By

Shri Rasamay Biswas
&
Shri Naresh Chandra Biswas

Agrahayan 1397/ November 1990.

1st Edition Published By
Naresh Chandra Biswas
Mission Para, Rahara
Khurda, N. 24 Paraganas
(West Bengal, India)

Printed By :
Swapan Kumar Basu
Amader Press
83, Acharya Prafulla Chandra Rd,
Kolkata 700009
(West Bengal India)

Web Edition Published By
Sandeepan Banerjee
August 2010.

বিশ্বাস বংশের ইতিহাস

শ্রীরসময় বিশ্বাস

ও

শ্রীনরেশচন্দ্র বিশ্বাস

ভূমিকা

বঙ্গ বিভাগের পূর্বে আমাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে একটা বন্ধন লক্ষ্য করা যেতো। যদিও পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু পরিবারের লোক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নানা জায়গায় ছিল, কিন্তু তারা কোন বিবাহে বা উৎসবে মিলিত হয়ে পারিবারিক বন্ধনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করতো। তাদের এই প্রচেষ্টা বঙ্গ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গবাসীরা বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গে অথবা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করায় পারস্পরিক যোগাযোগ ও পারিবারিক মিলন ব্যাহত হ'লো ও আত্মীয়তার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হতে আরম্ভ ক'রলো। এখন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে বর্ত্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মা ও ভাইবোনদের ছাড়া অন্যকোন নিকট আত্মীয় স্বজনকে চেনার বা জানার সুযোগ পায় না। এই অজ্ঞানতার পিছনে ভৌগলিক বা অর্থনৈতিক কারণকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়তো চিরতরে মুছে যাবে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে বর্ত্তমান প্রজন্মের কাছে আমাদের বংশ তালিকা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। বিশ্বাসবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বংশ তালিকা প্রস্তুত করতে অনেকের সাহায্য আমরা পেয়েছি। কিন্তু যাদের অবদানের কথা উল্লেখ না করে পারি না তাঁরা হলেন স্বর্গীয় জিতেন্দ্র মোহন বিশ্বাস ও স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন বিশ্বাস (সুখময়)। এই পুস্তিকা প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কিছু কিছু ভুলত্রুটি এসে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের নাম না জানায় বংশ তালিকাতে পুত্র বা কন্যা ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যা উল্লেখ করা হয় নি। আশা করি এই পুস্তিকার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে ভুলত্রুটিগুলোকে ক্ষমার চোখে দেখলে কৃতজ্ঞ-বোধ করবো এবং পাঠক পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন ভুলত্রুটিগুলো নিজেরা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতি—

শ্রী রসময় বিশ্বাস

ও

শ্রী নরেশচন্দ্র বিশ্বাস

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭

ইং, নভেম্বর, ১৯৯০

প্রকাশক :
নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস
মিশন পাড়া, রহড়া
খড়দহ, ২৪-পরগণা (উঃ)

মূল্য :

মুদ্রণে :
স্বপন কুমার বসু
আমাদের প্রেস
৮৩, এ, পি, সি রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

বিশ্বাস বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১) বঙ্গের অধিপতি আদিশুর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ৯৪২ খৃষ্টাব্দে বা ৯৯৯ সংবতে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে বেনীসংহার নাটকাদি প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রজ, নৈষধচরিত প্রণেতা শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ বংশীয়, মহামতি দক্ষ কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত, বেদগর্ভ সাবর্ণ গোত্রজ এবং ছান্দড় বাৎস্য গোত্রজ ছিলেন। এই পঞ্চ মহর্ষি কান্যকুব্জ হইতে সদারাপত্য এবং সভৃত্য আসিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশুর ইহাদের বাসের জন্য ভাগীরথীর পশ্চিম এবং গঙ্গার দক্ষিণ অংশ রাঢ় প্রদেশে স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোট বা পঞ্চকোটি, দক্ষ কামকোটি, শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম, বেদগর্ভ বটগ্রাম এবং ছান্দড় হরিকোটি বাসের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন পঞ্চকোটি মানভূম, কামকোটি বীরভূম, বটগ্রাম বাঁকুড়া, কঙ্কগ্রাম সিংভূম, হরিকোটি বর্দ্ধমান এই পঞ্চপ্রদেশ বা জিলার অন্তর্গত।

২) আদিশুর কর্তৃক আনীত দ্বিজপঞ্চক রাজদত্ত গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর পৃথকভাবে বসতি করেন। তাঁহাদের পাঁচজনের ৫৬টি সন্তান ছিলেন। ভট্টনারায়ণের ১৬, দক্ষের ১৬, বেদগর্ভের ১২, ছান্দড়ের ৮ এবং শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র ছিলেন। ইহারা রাজদত্ত পৃথক পৃথক গ্রামে আবাস গ্রহণ করেন। ইহাদের বাসগ্রামের নামানুসারে বংশের উপাধি বা গ্রামী (গাঁই) হইয়াছে। ৫৬টী সন্তানের ৫৬টী গ্রাম গণনার পর ছান্দড়ের নীলাম্বর, বিশ্বম্ভর এবং মনোহর নামে আরও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহারাও তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নীলাম্বর চোংখণ্ডী, বিশ্বম্ভর পূর্বগ্রামী, মনোহর দীঘল বা দীঘাড়ী গ্রাম প্রাপ্ত হন।

৩) কান্যকুব্জ হইতে যখন মহর্ষিগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন তখন ভট্টনারায়ণের বয়স ৭০ বর্ষ, শ্রীহর্ষের ৯০ বর্ষ, দক্ষের ৬০ বর্ষ বেদগর্ভের ৫০ বর্ষ এবং ছান্দড়ের ৩০ বর্ষ মাত্র ছিল। ছান্দড়ই তখন প্রকৃত যুবাপুরুষ ও সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ইহারা সকলেই প্রধানতঃ সামবেদীয় ছিলেন। বাৎস্য গোত্রজ ছান্দড়ের বংশ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল

	নাম	গাঁই	মর্য্যাদা
১।	সুরভি	ঘোষাল	কুলীন
২।	শঙ্কর	পুতিতুণ্ড	”
৩।	শ্রীধর	কাঞ্জিলাল	”
৪।	কবি	শিমলাল	সিদ্ধশ্রোত্রিয়
৫।	নারায়ণ	কাঞ্জারী	সিদ্ধশ্রোত্রিয়
৬।	মহাযশা	বাপুলী	সাধ্যশ্রোত্রিয়
৭।	রবি	মহিণ্ডা (মতিলাল)	কষ্টশ্রোত্রিয়
৮।	ধীর	পিপলাই	”
৯।	নীলাম্বর	চোংখণ্ডী	”
১০।	বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী	”
১১।	মনোহর	দীঘল	”

৪) ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার অধীন হারিয়া নামক গ্রামে মহর্ষি ছান্দড়ের পুত্র কবির বংশের একধারা বসতি করিতেন। ইহারা সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় শিমলাল গাঁই। পূর্ব্বাপর হইতে ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি মেলে কন্যা সম্প্রদান করতঃ ইহারা কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ পদ্মানদীর গর্ভস্থ ধূল্যা নামক গ্রামে বাস করিতেন। তখন ইহাদের উপাধি ছিল রায়। প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া পদ্মা বিক্রমপুরের নিকট "কীর্ত্তিনাশা" আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। বহু সমবৃদ্ধিশালী এবং গণ্ডগ্রাম পদ্মার করাল কবলে ধ্বংস হইয়াছে। ঐ সকল গ্রামে বহু কুলীন, শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। হারিয়ার বিশ্বাসগণ উক্ত ধূল্যা নিবাসী গোষ্ঠীপতি শিমলাল শ্রোত্রিয় বসন্ত রায়ের ধারা। বঙ্গের বার ভুঁঞার মধ্যে একতম প্রসিদ্ধ জমিদার কেদার রায় যখন বিক্রমপুরের অধীশ্বর ছিলেন তখন ধুল্যা নিবাসী শিমলাল শ্রোত্রিয়গণ সম্মানসূচক গোষ্ঠীপতি উপাধি লাভ করেন। প্রাচীন দলিলে গোষ্ঠীপতিগণের বহু ভিটাবাড়ী ও স্থানের নাম পাওয়া যায়। নদীভঙ্গ হওয়ায় গোষ্ঠীপতিগণ নানাস্থানবাসী হইয়া পড়েন।

৫) হারিয়ায় বিশ্বাসগণের পূর্ব্বপুরুষ বসন্ত রায়ের ধারার রামগোপাল রায়ের পুত্র রামচন্দ্র (ডাকনাম রামেশ্বর)। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বে পাঁচ কি ততোধিক তালুকদারগণ এক ব্যক্তির মারফৎ তাহাদের রাজস্ব নবাব দরবারে পাঠাইতেন। ঐ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিয়া পাঠান হইত

বলিয়া তালুকদারগণ তাহাকে "বিশ্বাস" বলিয়া ডাকিতেন। রামচন্দ্র বা রামেশ্বর নবাব সরকারে কাজ করিতেন এবং পরবর্তীকালে তালুকদার ও জমিদারগণের রাজস্ব নবাব সরকারে দাখিল করিতেন। এইজন্য তাহার পদের উপাধি ছিল "বিশ্বাস" এবং লোকে তাহাকে রামেশ্বর বিশ্বাস বলিয়া ডাকিত। রামেশ্বর এবং করিম খাঁ নামে এক মুসলমান ব্যক্তি নবাব সরকার হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হ'ন। প্রাচীন দলিলে রামেশ্বর / করিম খাঁর নামে হারিয়া মুন্সার মধ্যে জায়গীর তালুক ছিল। রামেশ্বরের বংশধরগণ হারিয়া গ্রামে এবং করিম খাঁর বংশধরগণ পার্শ্ববর্তী মুন্সা গ্রামে বাস করিত। দুইটী গ্রাম একত্রে হারিয়া মুন্সা নামে কথিত ছিল। রামেশ্বরের বংশধরগণ সকলেই বিশ্বাস বলিয়া পরিচিত। রামেশ্বরের বংশাবলী নিম্নে লিখিত হইল।

রামগোপাল রায়
|
রামেশ্বর (রামচন্দ্র) বিশ্বাস
|

রামদেব	মহাদেব	যাদবেন্দ্র
|		|
মুক্তারাম		তিতারাম (ডাকনাম) বা লোকনাথ

তিতারাম বা লোকনাথ বিশ্বাস তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তারাম বিশ্বাসের সঙ্গে মালখানগর নিবাসী বসু জমিদারগণের নিকট হইতে বাড়ী ও জমি উৎসর্গপ্রাপ্ত হইয়া স্থায়ীভাবে হারিয়া গ্রামে বাড়ী নির্ম্মান করেন। তিতারাম বিশ্বাস রাজা রাজবল্লভের জমিদারীতে তহশীলদার রূপে কার্য্য করিতেন। রাজা রাজবল্লভ তাহার পিতামাতার পিণ্ডদান করিতে শ্রীশ্রীগয়াধামে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিতারাম বিশ্বাসও তাঁহার সঙ্গে গয়াধাম গমন করেন। রাজা রাজবল্লভ বাংলা ১১৫৫ সনে গয়াকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শম্ভুনাথ গয়ালীঠাকুরকে মান্দ্রা নামে এক মহাল দান করেন। সেই সময় হইতে ঐ মহাল গয়ালী মান্দ্রা নামে কথিত হয়। মান্দ্রামহাল হারিয়া গ্রামের দক্ষিণ সংলগ্ন। মান্দ্রামহালের তহশীল আদায় ও শাসন সংরক্ষণের ভার তিতারাম বিশ্বাসের হস্তে অর্পিত হয়। তদাবধি-ক্রমশঃ তিতারাম, বৈদ্যনাথ, গৌরীশঙ্কর ও রাসমোহন

বিশ্বাস মান্দ্রামহালের তহশীলের কার্য্য করিতেন ও মালিক গয়াধামে অবস্থিতি করায় প্রায় বৎসরই গয়াধামে নিকাশ দিতে যাইতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস থানা শ্রীনগরে মুন্সেফী থাকাকালে তথায় ওকালতি করিতেন। শিবশঙ্কর বিশ্বাস একজন মহাতাপস লোক ছিলেন। নিজ হারিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীকালীমাতার বাড়ীতে বসিয়া অনেক জপ তপস্যা করিয়াছিলেন। কাইচাইল গ্রাম নিবাসী সাধক রাজমোহনের জ্ঞাতি ভ্রাতা চন্দনধূল নিবাসী হরচন্দ্র আস্থলী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা হরসুন্দরী দেবীর বিবাহ শিবশঙ্কর বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র রাসমোহন বিশ্বাসের সহিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে সাধক রাজমোহন বহুবার হারিয়া গ্রামে বিশ্বাস বাড়ীতে অবস্থান করিয়া কালীবাড়ীতে জগদম্বার নাম-কীর্ত্তন এবং মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

৬) উপসংহারে রামগোপাল রায় হইতে আরম্ভ করিয়া "বিশ্বাস" বংশের বংশধারা ৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল।

———

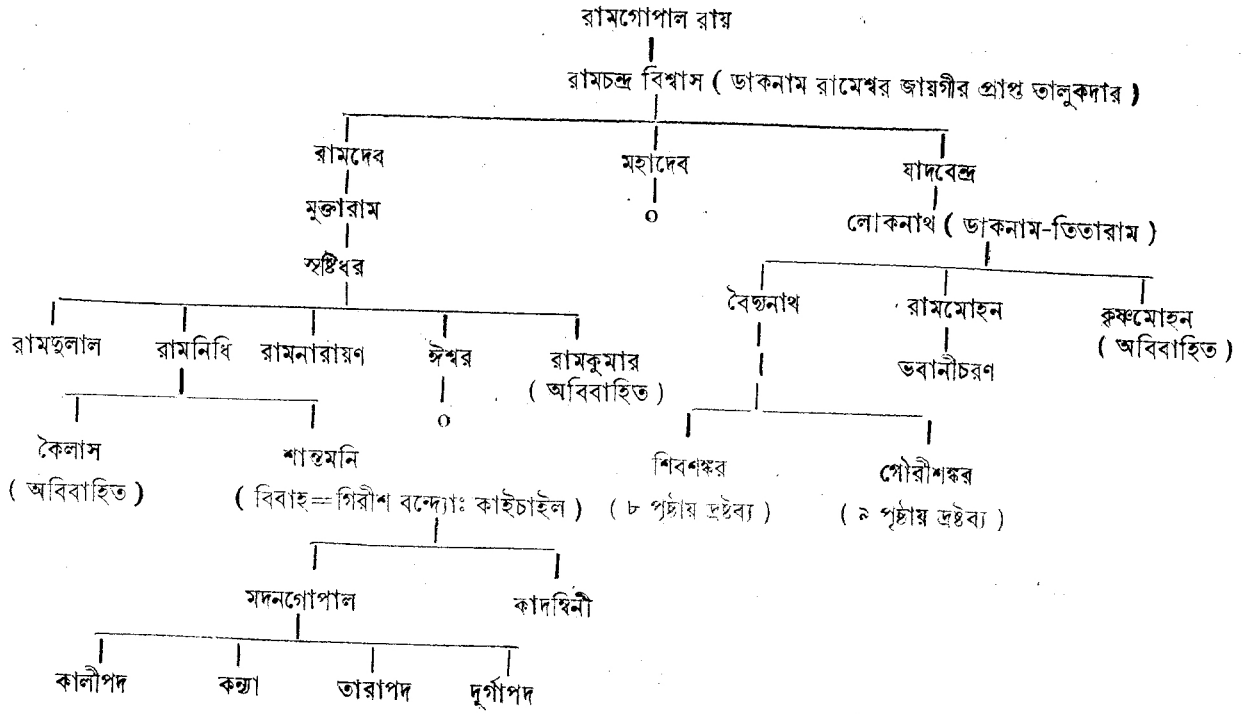
রামগোপাল রায়
রামচন্দ্র বিশ্বাস (ডাকনাম রামেশ্বর জায়গীর প্রাপ্ত তালুকদার)
রামদেব
মুক্তারাম
সৃষ্টিধর
রামদুলাল
রামনিধি
রামনারায়ণ
ঈশ্বর
রামকুমার
(অবিবাহিত)
কৈলাস
(অবিবাহিত)
শান্তমনি
(বিবাহ—গিরীশ বন্দ্যোঃ কাইচাইল)
o
মহাদেব
o
যাদবেন্দ্র
লোকনাথ (ডাকনাম-তিতারাম)
বৈদ্যনাথ
রামমোহন
ভবানীচরণ
কৃষ্ণমোহন
(অবিবাহিত)
শিবশঙ্কর
(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
গৌরীশঙ্কর
(৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
মদনগোপাল
কাদম্বিনী
কালীপদ
কন্যা
তারাপদ
দুর্গাপদ

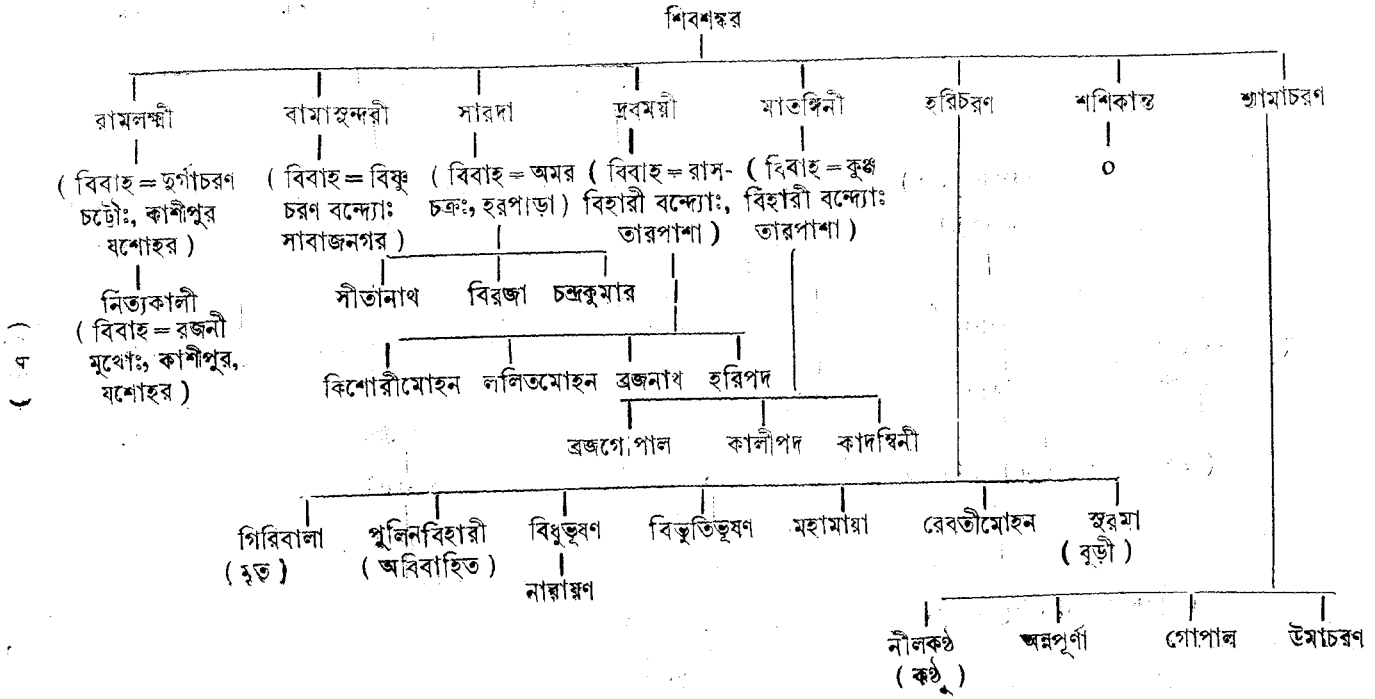
শিবশঙ্কর
রামলক্ষ্মী
(বিবাহ = দুর্গাচরণ চট্টোঃ, কাশীপুর যশোহর)
নিত্যকালী (বিবাহ = রজনী মুখোঃ, কাশীপুর, যশোহর)
বামাসুন্দরী
(বিবাহ = বিষ্ণু চরণ বন্দ্যোঃ সাবাজনগর)
সারদা
(বিবাহ = অমর চক্রঃ, হরপাড়া)
সীতানাথ
বিরজা
চন্দ্রকুমার
দ্রবময়ী
(বিবাহ = রাস-বিহারী বন্দ্যোঃ, তারপাশা)
কিশোরীমোহন
ললিতমোহন
ব্রজনাথ
হরিপদ
ব্রজগোপাল
কালীপদ
কাদম্বিনী
মাতঙ্গিনী
(বিবাহ = কুঞ্জ বিহারী বন্দ্যোঃ তারপাশা)
হরিচরণ
শশিকান্ত
০
শ্যামাচরণ
গিরিবালা (মৃত)
পুলিনবিহারী (অবিবাহিত)
বিধুভূষণ
নারায়ণ
বিভুতিভূষণ
মহামায়া
রেবতীমোহন
সুরমা (বুড়ী)
নীলকণ্ঠ (কণ্ঠু)
অন্নপূর্ণা
গোপাল
উমাচরণ

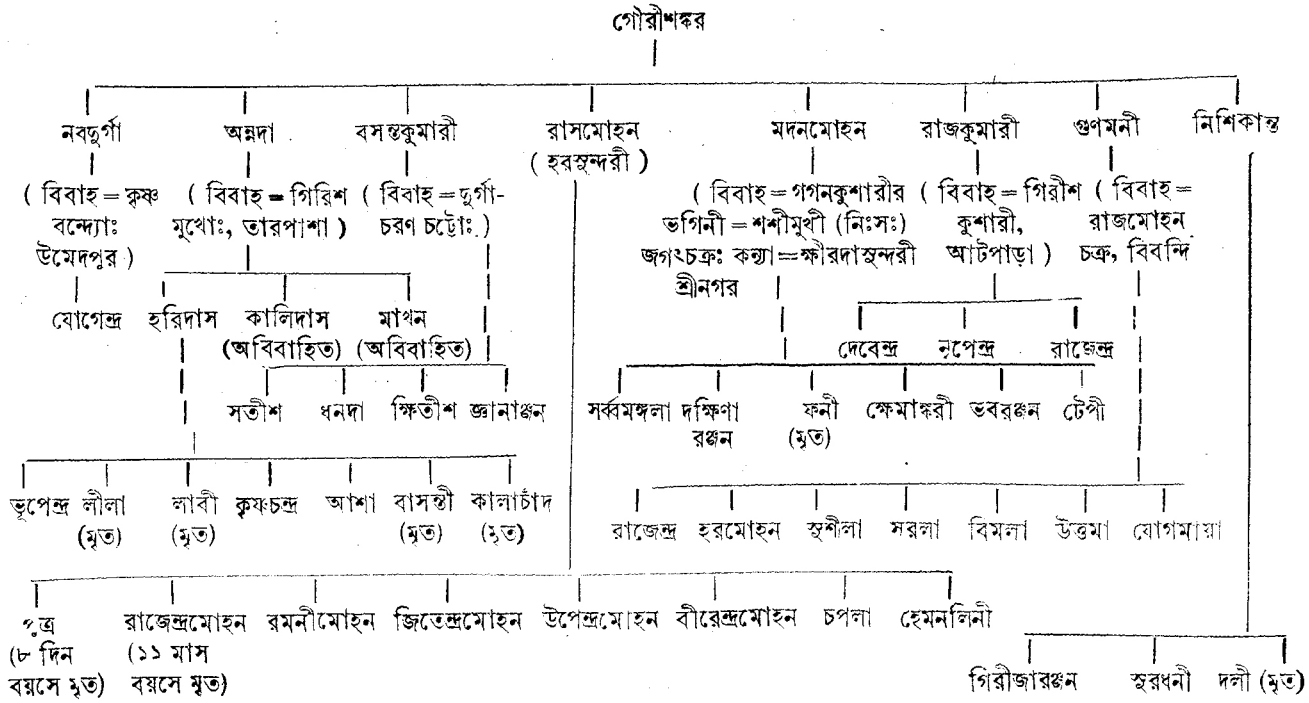

গৌরীশঙ্কর
নবদুর্গা
(বিবাহ = কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ উমেদপুর)
অন্নদা
(বিবাহ = গিরিশ মুখোঃ, তারপাশা)
বসন্তকুমারী
(বিবাহ = দুর্গাচরণ চট্টোঃ)
রাসমোহন
(হরসুন্দরী)
মদনমোহন
(বিবাহ = গগনকুশারীর ভগিনী = শশীমুখী (নিঃসঃ) জগৎচক্রঃ কন্যা = ক্ষীরদাসুন্দরী শ্রীনগর
রাজকুমারী
(বিবাহ = গিরীশ কুশারী, আটপাড়া)
গুণমনী
(বিবাহ = রাজমোহন চক্র, বিবন্দি
নিশিকান্ত
যোগেন্দ্র
হরিদাস
কালিদাস (অবিবাহিত)
মাখন (অবিবাহিত)
সতীশ
ধনদা
ক্ষিতীশ
জ্ঞানাঞ্জন
ভূপেন্দ্র
লীলা (মৃত)
লাবী (মৃত)
কৃষ্ণচন্দ্র
আশা
বাসন্তী (মৃত)
কালাচাঁদ (মৃত)
পুত্র (৮ দিন বয়সে মৃত)
রাজেন্দ্রমোহন (১১ মাস বয়সে মৃত)
রমনীমোহন
জিতেন্দ্রমোহন
উপেন্দ্রমোহন
বীরেন্দ্রমোহন
চপলা
হেমনলিনী
দেবেন্দ্র
নৃপেন্দ্র
রাজেন্দ্র
সর্ব্বমঙ্গলা
দক্ষিণা রঞ্জন
ফনী (মৃত)
ক্ষেমাঙ্করী
ভবরঞ্জন
টেপী
রাজেন্দ্র
হরমোহন
সুশীলা
সরলা
বিমলা
উত্তমা
যোগমায়া
গিরীজারঞ্জন
সুরধনী
দলী (মৃত)

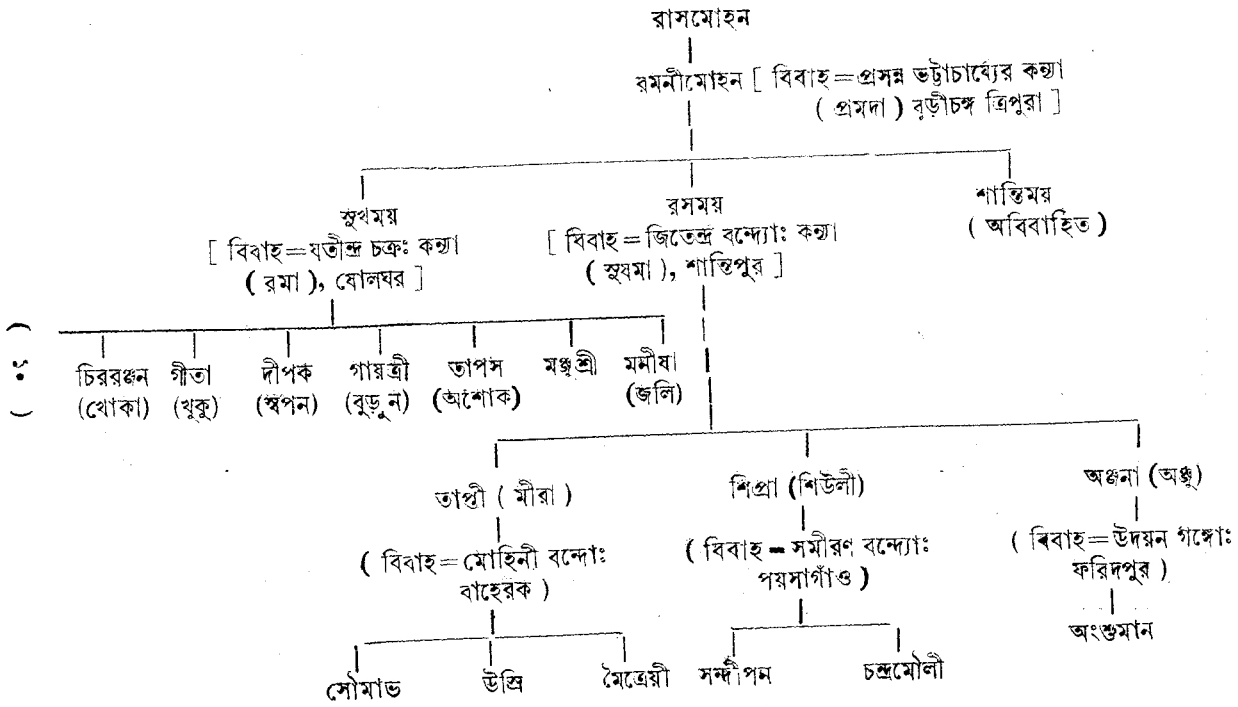
রাসমোহন
রমনীমোহন [বিবাহ=প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা (প্রমদা) বৃড়ীচঙ্গ ত্রিপুরা]
সুখময় [বিবাহ=যতীন্দ্র চক্রঃ কন্যা (রমা), ষোলঘর]
রসময় [বিবাহ=জিতেন্দ্র বন্দ্যোঃ কন্যা (সুষমা), শান্তিপুর]
শান্তিময় (অবিবাহিত)
চিররঞ্জন (খোকা)
গীতা (খুকু)
দীপক (স্বপন)
গায়ত্রী (বুড়ুন)
তাপস (অশোক)
মঞ্জুশ্রী
মনীষা (জলি)
তাপ্তী (মীরা)
(বিবাহ=মোহিনী বন্দোঃ বাহেরক)
সৌমাভ
উস্রি
মৈত্রেয়ী
শিপ্রা (শিউলী)
(বিবাহ=সমীরণ বন্দ্যোঃ পয়সাগাঁও)
সন্দীপন
চন্দ্রমৌলী
অঞ্জনা (অঙ্কু)
(বিবাহ=উদয়ন গঙ্গোঃ ফরিদপুর)
অংশুমান

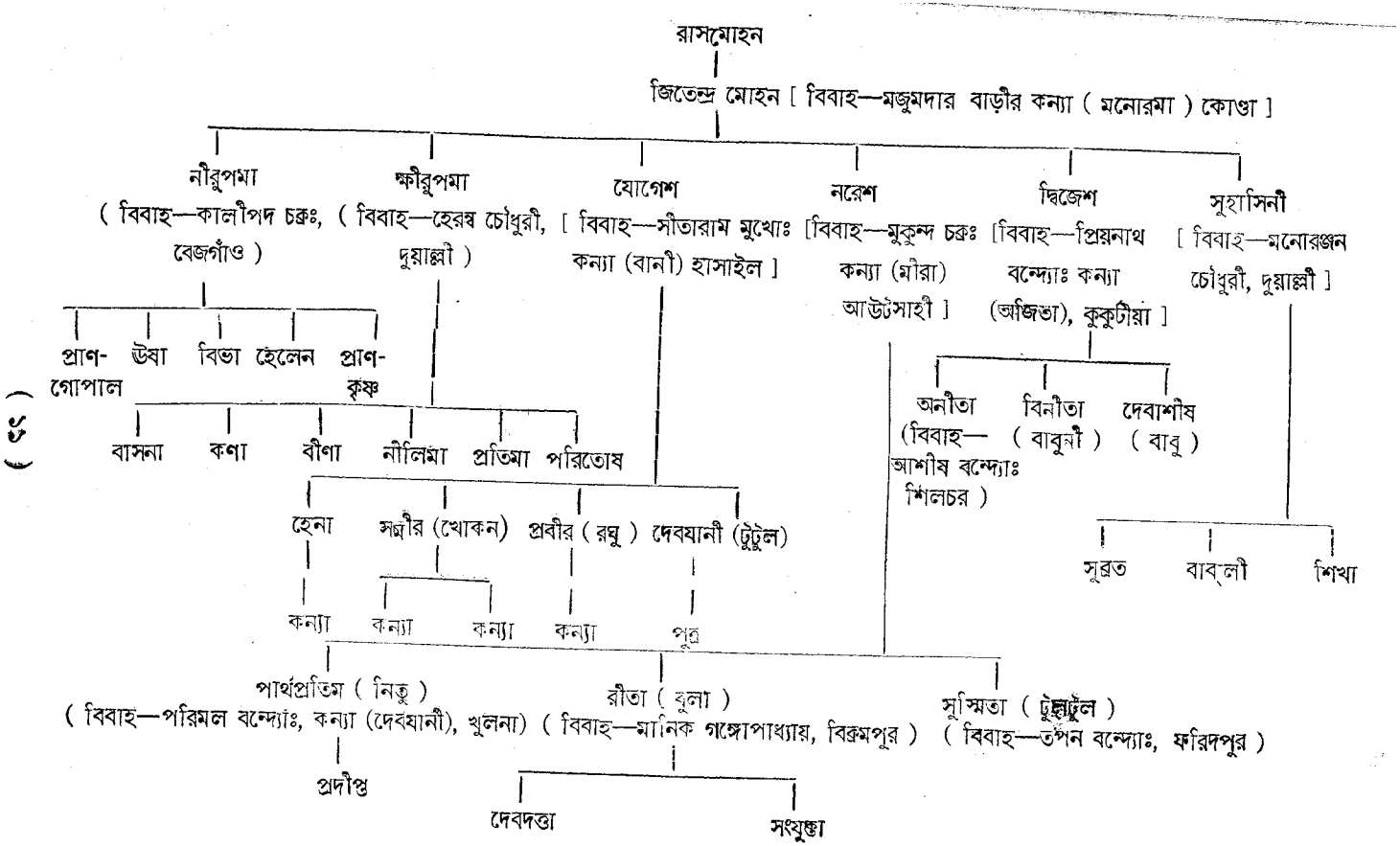
রাসমোহন
জিতেন্দ্র মোহন [বিবাহ—মজুমদার বাড়ীর কন্যা (মনোরমা) কোণ্ডা]
নীরুপমা
(বিবাহ—কালীপদ চক্রঃ, বেজগাঁও)
ক্ষীরুপমা
(বিবাহ—হেরম্ব চৌধুরী, দুয়াল্লী)
যোগেশ
[বিবাহ—সীতারাম মুখোঃ কন্যা (বানী) হাসাইল]
নরেশ
[বিবাহ—মুকুন্দ চক্রঃ কন্যা (মীরা) আউটসাহী]
দ্বিজেশ
[বিবাহ—প্রিয়নাথ বন্দ্যোঃ কন্যা (অজিতা), কুকুটীয়া]
সুহাসিনী
[বিবাহ—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দুয়াল্লী]
প্রাণ-গোপাল
ঊষা
বিভা
হেলেন
প্রাণ-কৃষ্ণ
বাসনা
কণা
বীণা
নীলিমা
প্রতিমা
পরিতোষ
অনীতা (বিবাহ— আশীষ বন্দ্যোঃ শিলচর)
বিনীতা (বাবুনী)
দেবাশীষ (বাবু)
সুব্রত
বাব্‌লী
শিখা
হেনা
সমীর (খোকন)
প্রবীর (রঘু)
দেবযানী (টুটুল)
কন্যা
কন্যা
কন্যা
কন্যা
পুত্র
পার্থপ্রতিম (নিতু)
(বিবাহ—পরিমল বন্দ্যোঃ, কন্যা (দেবযানী), খুলনা)
রীতা (বুলা)
(বিবাহ—মানিক গঙ্গোপাধ্যায়, বিক্রমপুর)
সুস্মিতা (টুম্পা টুল)
(বিবাহ—তর্পন বন্দ্যোঃ, ফরিদপুর)
প্রদীপ্ত
দেবদত্তা
সংযুক্তা

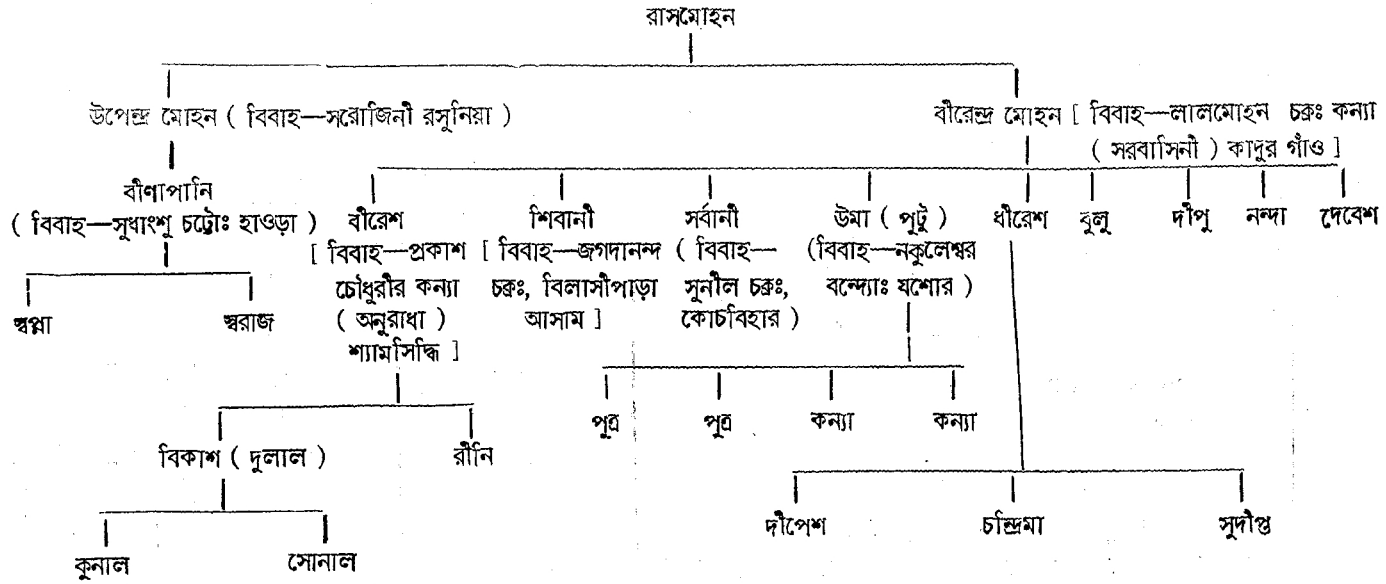

রাসমোহন
উপেন্দ্র মোহন (বিবাহ—সরোজিনী রসুনিয়া)
বীরেন্দ্র মোহন [বিবাহ—লালমোহন চক্রঃ কন্যা (সরবাসিনী) কাদুর গাঁও]
বীণাপানি (বিবাহ—সুধাংশু চট্টোঃ হাওড়া)
স্বপ্না
স্বরাজ
বীরেশ [বিবাহ—প্রকাশ চৌধুরীর কন্যা (অনুরাধা) শ্যামসিদ্ধি]
শিবানী [বিবাহ—জগদানন্দ চক্রঃ, বিলাসীপাড়া আসাম]
সর্বানী (বিবাহ— সুনীল চক্রঃ, কোচবিহার)
উমা (পুটু) (বিবাহ—নকুলেশ্বর বন্দ্যোঃ যশোর)
ধীরেশ
বুলু
দীপু
নন্দা
দেবেশ
বিকাশ (দুলাল)
রীনি
পুত্র
পুত্র
কন্যা
কন্যা
দীপেশ
চন্দ্রিমা
সুদীপ্ত
কুনাল
সোনাল

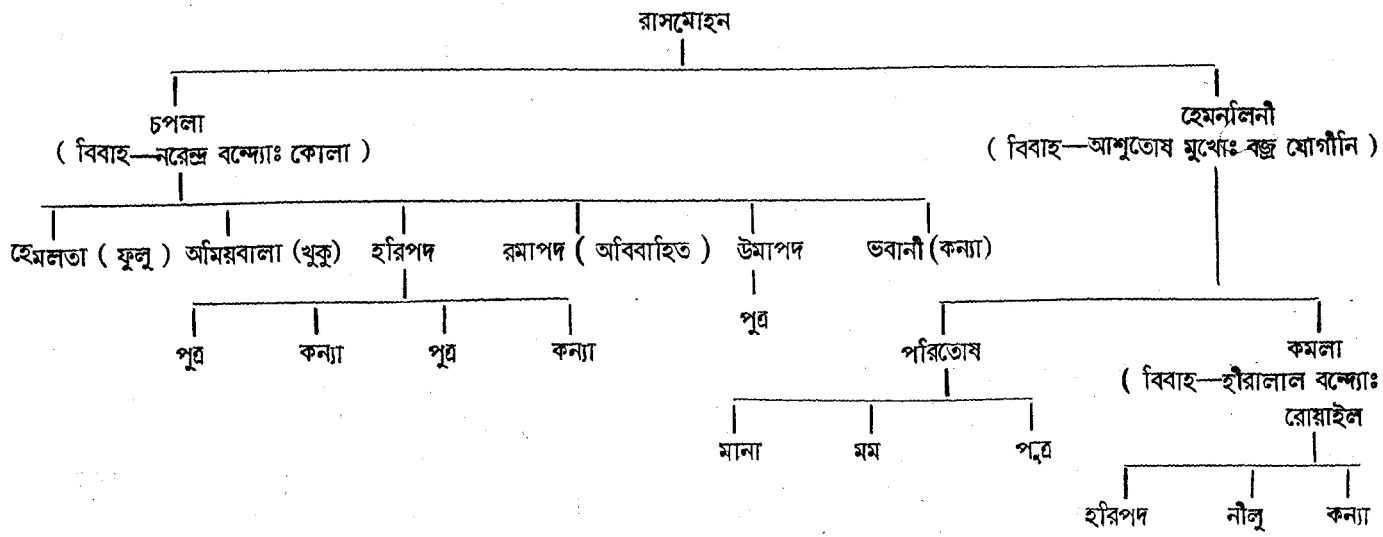
রাসমোহন
চপলা
(বিবাহ—নরেন্দ্র বন্দ্যোঃ কোলা)
হেমনলিনী
(বিবাহ—আশুতোষ মুখোঃ বজ্র যোগীনি)
হেমলতা (ফুলু) অমিয়বালা (খুকু) হরিপদ রমাপদ (অবিবাহিত) উমাপদ ভবানী (কন্যা)
পুত্র কন্যা পুত্র কন্যা
পুত্র
পরিতোষ
কমলা
(বিবাহ—হীরালাল বন্দ্যোঃ
রোয়াইল
মানা মম পুত্র
হরিপদ নীলু কন্যা

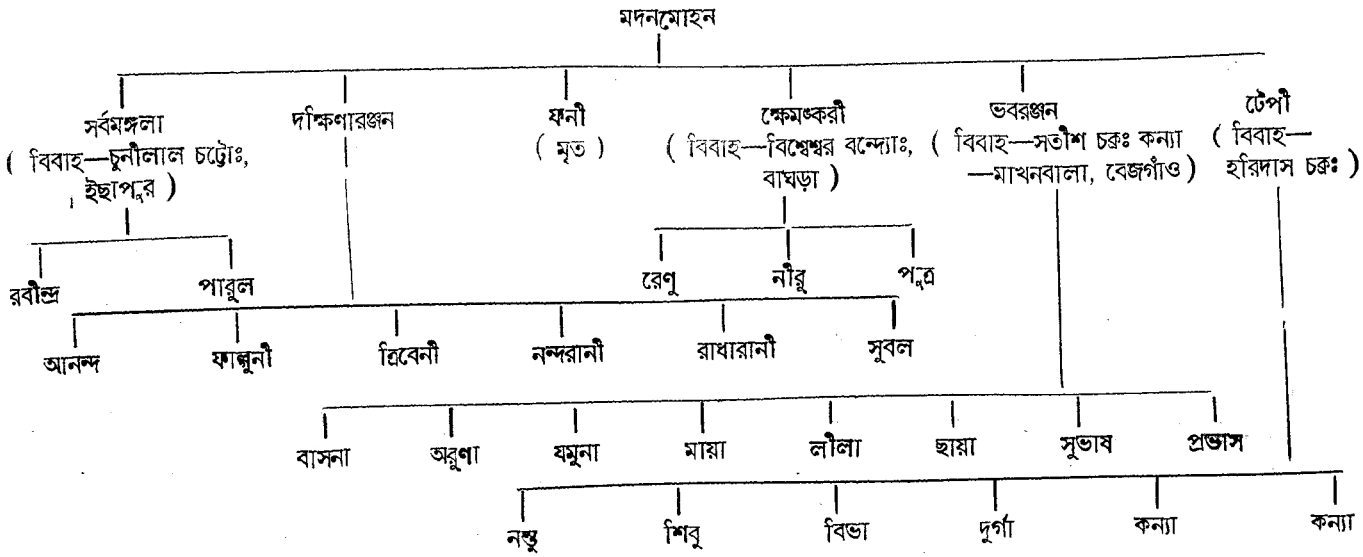
মদনমোহন
সর্বমঙ্গলা
(বিবাহ—চুনীলাল চট্টোঃ, ইছাপুর)
দক্ষিণারঞ্জন
ফনী
(মৃত)
ক্ষেমঙ্করী
(বিবাহ—বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোঃ, বাঘড়া)
ভবরঞ্জন
(বিবাহ—সতীশ চক্রঃ কন্যা —মাখনবালা, বেজগাঁও)
টেপী
(বিবাহ— হরিদাস চক্রঃ)
রবীন্দ্র
পারুল
রেণু
নীরু
পুত্র
আনন্দ
ফাল্গুনী
ত্রিবেনী
নন্দরানী
রাধারানী
সুবল
বাসনা
অরুণা
যমুনা
মায়া
লীলা
ছায়া
সুভাষ
প্রভাস
নন্তু
শিবু
বিভা
দুর্গা
কন্যা
কন্যা

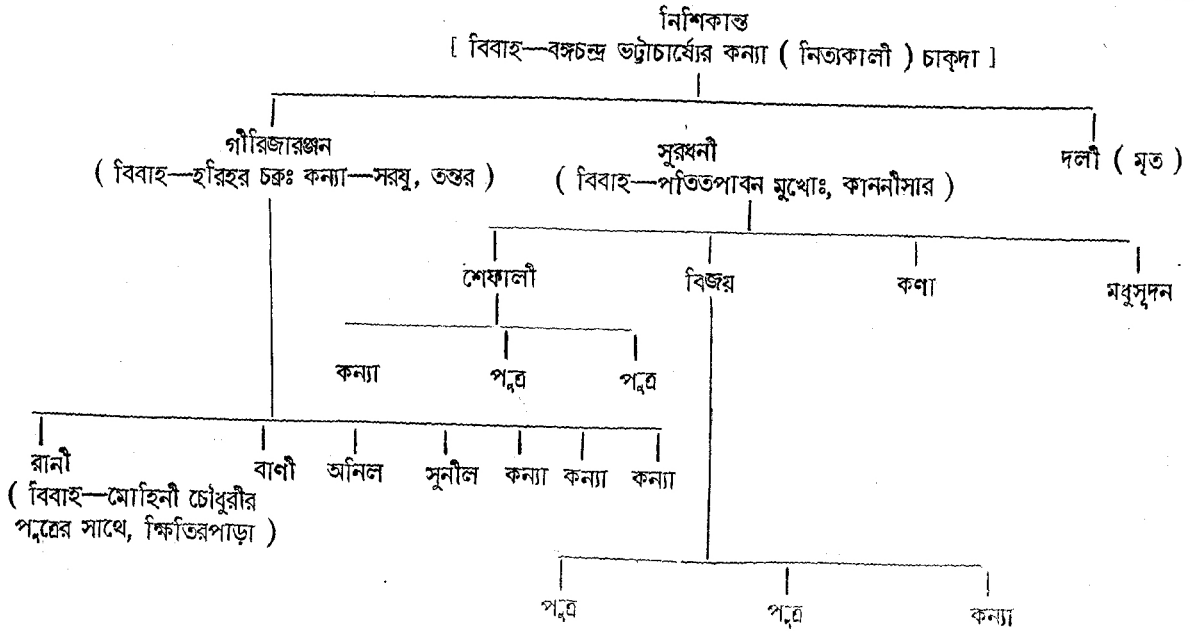
নিশিকান্ত
[বিবাহ—বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা (নিত্যকালী) চারুদা]
গীরিজারঞ্জন
(বিবাহ—হরিহর চক্রঃ কন্যা—সরযু, তন্তর)
সুরধনী
(বিবাহ—পতিতপাবন মুখোঃ, কাননীসার)
দলী (মৃত)
শেফালী
বিজয়
কণা
মধুসূদন
কন্যা
পুত্র
পুত্র
রানী
(বিবাহ—মোহিনী চৌধুরীর
পুত্রের সাথে, ক্ষিতিরপাড়া)
বাণী
অনিল
সুনীল
কন্যা
কন্যা
কন্যা
পুত্র
পুত্র
কন্যা

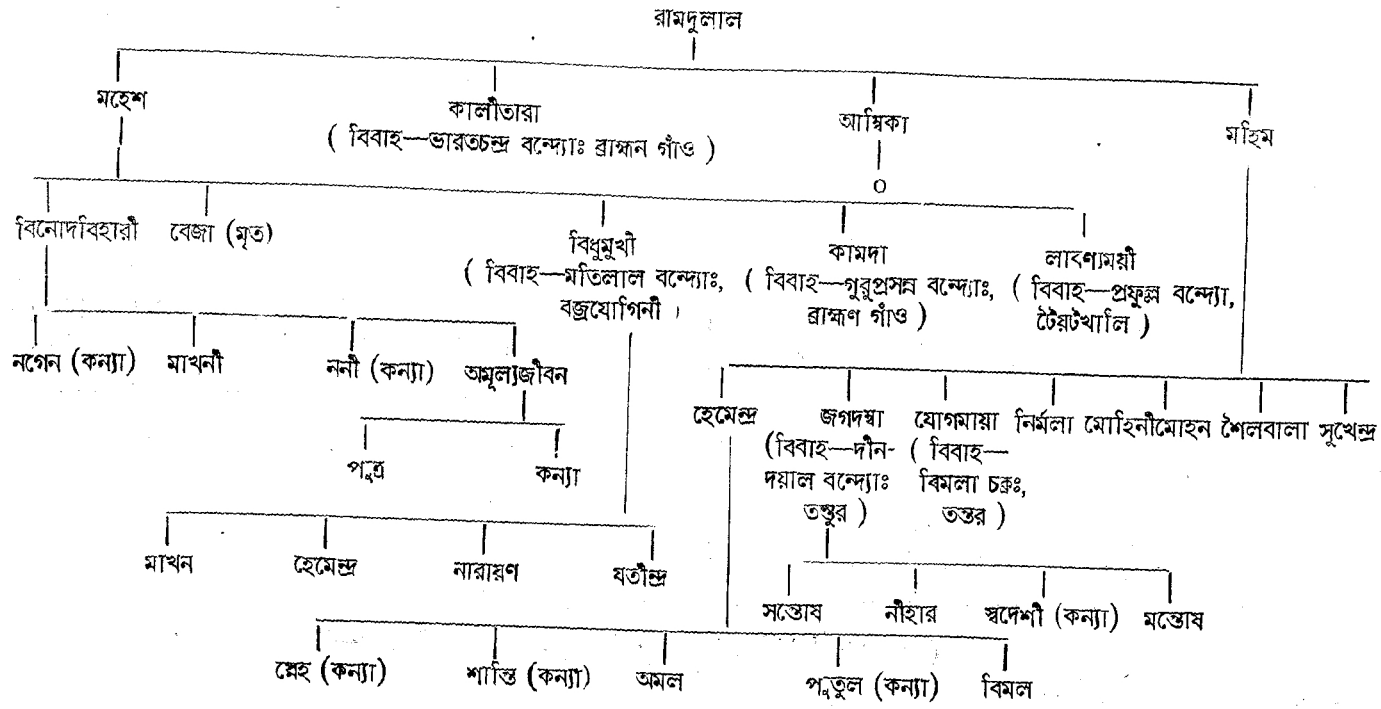
রামদুলাল
মহেশ
কালীতারা
(বিবাহ—ভারতচন্দ্র বন্দ্যোঃ ব্রাহ্মন গাঁও)
আম্বিকা
মহিম
o
বিনোদবিহারী
বেজা (মৃত)
বিধুমুখী
(বিবাহ—মতিলাল বন্দ্যোঃ,
বজ্রযোগিনী)
কামদা
(বিবাহ—গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোঃ,
ব্রাহ্মণ গাঁও)
লাবণ্যময়ী
(বিবাহ—প্রফুল্ল বন্দ্যো,
টৈয়টখালি)
নগেন (কন্যা)
মাখনী
ননী (কন্যা)
অমূল্যজীবন
পুত্র
কন্যা
মাখন
হেমেন্দ্র
নারায়ণ
যতীন্দ্র
স্নেহ (কন্যা)
শান্তি (কন্যা)
অমল
হেমেন্দ্র
জগদম্বা
(বিবাহ—দীন-
দয়াল বন্দ্যোঃ
তন্তুর)
যোগমায়া
(বিবাহ—
বিমলা চক্রঃ,
তন্তর)
নির্মলা
মোহিনীমোহন
শৈলবালা
সুখেন্দ্র
সন্তোষ
নীহার
স্বদেশী (কন্যা)
মন্তোষ
পুতুল (কন্যা)
বিমল

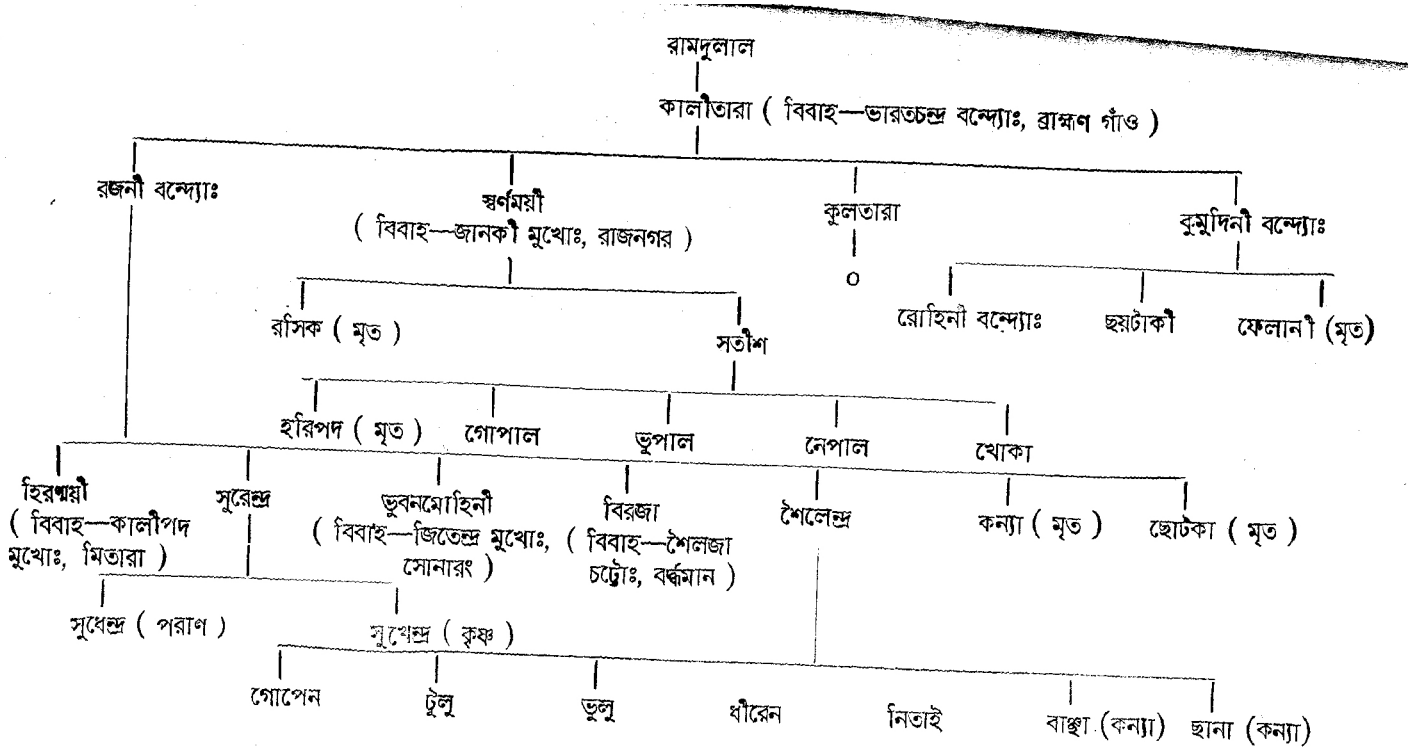
রামদুলাল
কালীতারা (বিবাহ—ভারতচন্দ্র বন্দ্যোঃ, ব্রাহ্মণ গাঁও)
রজনী বন্দ্যোঃ
স্বর্ণময়ী
(বিবাহ—জানকী মুখোঃ, রাজনগর)
কুলতারা
o
কুমুদিনী বন্দ্যোঃ
রসিক (মৃত)
সতীশ
রোহিনী বন্দ্যোঃ
ছয়টাকী
ফেলানী (মৃত)
হরিপদ (মৃত)
গোপাল
ভূপাল
নেপাল
খোকা
হিরণ্ময়ী
(বিবাহ—কালীপদ মুখোঃ, মিতারা)
সুরেন্দ্র
ভুবনমোহিনী
(বিবাহ—জিতেন্দ্র মুখোঃ, সোনারং)
বিরজা
(বিবাহ—শৈলজা চট্টোঃ, বর্দ্ধমান)
শৈলেন্দ্র
কন্যা (মৃত)
ছোটকা (মৃত)
সুধেন্দ্র (পরাণ)
সুখেন্দ্র (কৃষ্ণ)
গোপেন
টুলু
ভুলু
ধীরেন
নিতাই
বাঙ্গা (কন্যা)
ছানা (কন্যা)

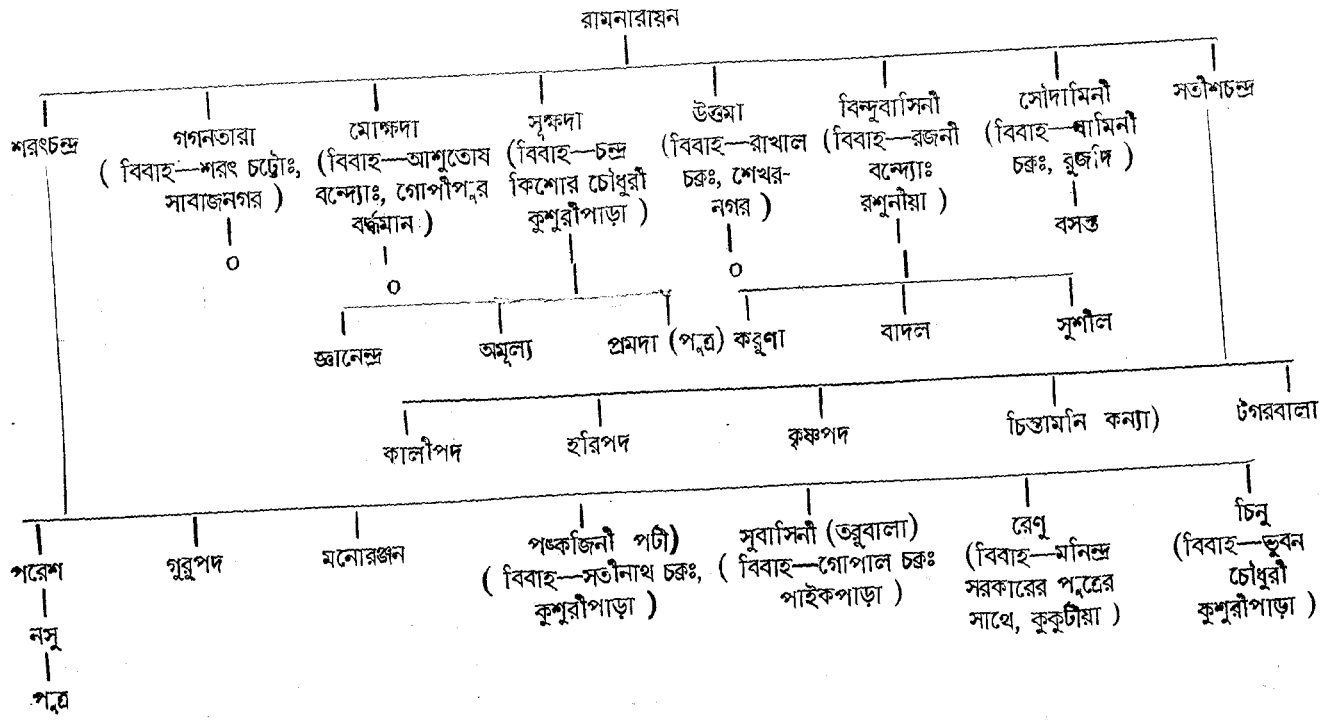

রামনারায়ন
শরৎচন্দ্র
গগনতারা (বিবাহ—শরৎ চট্টোঃ, সাবাজনগর)
মোক্ষদা (বিবাহ—আশুতোষ বন্দ্যোঃ, গোপীপুর বর্দ্ধমান)
সুক্ষদা (বিবাহ—চন্দ্র কিশোর চৌধুরী কুশুরীপাড়া)
উত্তমা (বিবাহ—রাখাল চক্রঃ, শেখর-নগর)
বিন্দুবাসিনী (বিবাহ—রজনী বন্দ্যোঃ রশুনীয়া)
সৌদামিনী (বিবাহ—যামিনী চক্রঃ, বুর্জদি)
সতীশচন্দ্র
বসন্ত
জ্ঞানেন্দ্র
অমূল্য
প্রমদা (পুত্র)
করুণা
বাদল
সুশীল
কালীপদ
হরিপদ
কৃষ্ণপদ
চিন্তামনি কন্যা)
টগরবালা
পরেশ
নসু
পুত্র
গুরুপদ
মনোরঞ্জন
পঙ্কজিনী পটী)
(বিবাহ—সতীনাথ চক্রঃ, কুশুরীপাড়া)
সুবাসিনী (তরুবালা)
(বিবাহ—গোপাল চক্রঃ পাইকপাড়া)
রেণু
(বিবাহ—মনিন্দ্র সরকারের পুত্রের সাথে, কুকুটীয়া)
চিনু
(বিবাহ—ভুবন চৌধুরী কুশুরীপাড়া)

THIS WORK IS PLACED IN THE PUBLIC DOMAIN IN AUGUST 2010.